মেহেরপুর সরকারি কলেজে বিরাশিয়ান বন্ধু মেলা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারি কলেজের ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হন প্রায় এক হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী। পড়ালেখা শেষ করে অনেকেই চাকরি কিংবা ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যস্ত। কেউবা দূরপ্রবাসে।

বন্ধুদের মধ্যে যোগাযোগ যখন বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে, তখন ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে এক ভিন্ন পথ ধরেন ওই ব্যাচেরই শিক্ষার্থীরা।

আজ শনিবার (৬ জুন) সকালে প্রায় সাড়ে চার দশক পর সরকারি কলেজের সম্মেলন কক্ষে মিলনমেলার বিরাশিয়ান বন্ধু মেলার আয়োজন করা হয়। এসময় জেলার নানা প্রান্ত থেকে আসা শিক্ষার্থীরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, ছবি তোলা, আড্ডা ও গল্পে মেতে উঠেন।

বিরাশিয়ান বন্ধু মেলার প্রধান সমন্বয়ক আবু জাফরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকারি কলেজের (অব.) অধ্যাপক ফজলুল হক, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালিথা।

মিলনমেলায় মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে যুক্ত হয় বন্ধুদের আড্ডায়। দেড় শতাধিকের বেশি বন্ধুর আগমনে সম্মেলন কক্ষে সেই পুরো দিনের আড্ডায় ফিরে যান তারা।

বন্ধু মেলায় অংশ নিতে সকাল থেকেই সরকারি কলেজে আসতে থাকে ১৯৮২ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা।

ছাত্র কিংবা ও শিক্ষক হিসেবে ক্যাম্পাসে সময় কাটানো ভিন্ন এক অনুভূতি। দীর্ঘদিন পর ছাত্র জীবনের আড্ডা মিস করতে চান না।

মিলনমেলা আয়োজনে কাজ করা বন্ধুরা জানান, বন্ধুরা মিলে একটি এক মিলন মেলায় আয়োজন করেছি। সবাই বেশ সাড়া দিয়েছে।

সবাই মিলে আড্ডা, গল্প, খাওয়া-দাওয়া,গান করেছি। এই যেন ক্যাম্পাস জীবনেই ফিরে গিয়েছিলাম। বেশ ভালো সময় কেটেছে।

ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার বর্তমান বাস্তবতায় নিজের মধ্যে বন্ধুত্ব আর ঐক্য চায় মেহেরপুর সরকারি কলেজের ১৯৮০-৮১ সেশনের শিক্ষার্থীরা। এতে শঙ্কটে বন্ধুদের পাশে দাঁড়ানোসহ কলেজ ও সমাজের মানুষের জন্য কাজ করতে চায় তারা।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্মেলন কক্ষে (টিএসসিআর) আজ বৃহস্পতিবার তরুণ প্রজন্মের মাঝে সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছড়িয়ে দিতে সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মো. নাফিউল ইসলামের সঞ্চালনায় মেহেরপুর ওয়াইপিএজির আয়োজনে, এফসিডিওর অর্থায়নে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের এমআইপিএস প্রকল্পের সহযোগিতায় এ আয়োজন সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন সিয়াম, বাইবেল পাঠ করেন সুমী বিশ্বাস এবং গীতা পাঠ করেন সঞ্চিতা হালদার। এরপর ওয়াইপিএজি সদস্যদের পরিচালনায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর সদর ওয়াইপিএজির কো-অর্ডিনেটর রাজিয়া সুলতানা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ.কে.এম. নজরুল কবির। তিনি বলেন, “একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সম্প্রীতির সমাজ গঠনে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অপরিসীম। এ ধরনের আয়োজন তাদের মননশীলতা বিকাশে সহায়ক হবে।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মো. খসরু ইসলাম, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. হাসানুজ্জামান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বশির আহমেদ এবং মুজিবনগর উপজেলা ওয়াইপিএজি এর কো-অর্ডিনেটর মো. রিয়াজ শেখ।

অ

লিম্পিয়াডের মূল আকর্ষণ ছিল সাধারণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুইজ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। এ সময় শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস শোভা ও বিধান শেখ বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে কুইজ প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা, শপথ বাক্য পাঠ এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন পিএফজি অ্যাম্বাসেডর ও মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভাপতি সায়্যেদাতুন্নেছা নয়ন।

সমাপনী বক্তব্যে তিনি উগ্রবাদ ও অসহিষ্ণুতা পরিহার করে সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানান। পরে তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারি কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার সকালে কলেজের খেলার মাঠে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করেন। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পার্থ প্রতীম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খাইরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আতিকুল হক, পৌর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফয়েজ মোহাম্মদ প্রমুখ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক সহযোগী অধ্যাপক মইনুল ইসলাম, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক